নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগ

[জুলাই ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ]

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি

শুভেচ্ছা বাণী

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ও উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বদানকারী একটি নারী প্রধান সংগঠন। এটি ১২ মার্চ, ১৯৯৩ সালে স্থানীয় শিক্ষিত এবং উদ্যোমী কয়েকজন নারী সমাজ কর্মীদের নিয়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর হতেই সরকারী-বেসরকারী (দেশীয়/আন্তর্জাতিক) সংস্থার সহযোগিতায় সুযোগবঞ্চিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণ, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় এনে ক্ষমতায়ণ ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বাংলাদেশের নারীরা ভুগছে নিরাপত্তাহীনতা, হত্যা, ধর্ষন, এসিড নিক্ষেপ, অশালীন আচরণ ও দোররা মারাসহ বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঘটছে অনাকাঙ্খিত মৃত্যু এবং কোন কোন নারী বাধ্য হচ্ছে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে। সামগ্রিকভাবে দেশের সাধারণ নারীদের যে অবস্থা তা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীরা ব্যতিক্রম নয়। কেবলমাত্র নারী হওয়ার কারণে নানা রকম নির্যাতন, নিপীড়ন ও বৈষম্যের শিকার হচ্ছে। নারীর ক্ষমতায়নে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখা গেলেও সার্বিকভাবে নারীর অবস্থান ও মর্যাদা এখনো পুরুষের অধঃস্তন। নারী নির্যাতনের চিত্র দিন দিন বরং মাত্রাগত দিক থেকে বেড়েই চলছে। মানবাধিকার [illegible] সংক্রান্ত কোন ঘটনার তথ্য প্রকাশিত হলে একজন সুষ্ঠ ও সচেতন এবং মানবিক ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি তা [illegible] দিতে পারেনা। প্রতিবাদস্বরূপ তার কথায় ও কাজের মধ্যে বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বিশেষ করে নারীর [illegible] বিশ্বে তার প্রতিবাদে আরো সোচ্চার হয়ে উঠে। এরই ফলস্বরূপ সুযোগবঞ্চিত, [illegible] নারীদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য [illegible] সংস্থার পক্ষ থেকে তিন পার্বত্য জেলা এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় (দুর্গম [illegible] অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত কার্যএলাকা) জুলাই, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল [illegible] সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগ” শীর্ষক প্রকল্পটি জাপানস্থ একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা জুম্মনেট-এর সহায়তায় পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়।

আমি বিশ্বাস করি, এই প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হয়ে গেলেও নারী অধিকার বা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩৮ টি সংগঠন, প্রথাগত শাসন ব্যবস্থার নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, নারী নেতৃবৃন্দ ও নারী অধিকার কর্মীবৃন্দ তাদের নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আরো বেশী গতিশীল করে কার্যক্রম চলমান রাখবে।

প্রকল্পের বিগত ৬ (ছয়) বছরের কার্যক্রমকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি প্রকাশনার জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিগত জুলাই, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সময়কাল পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তাবৃন্দ, জন প্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব (হেডম্যান-কার্বারী), সুশীল সমাজ, নারী নেতৃবৃন্দ সর্বোপরি পুলিশ প্রশাসনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের যে অকৃত্রিম সহযোগিতা তা আমাদের উদ্যোগকে আরো বেশী উৎসাহিত করেছে। আমি সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ, জন প্রতিনিধি, ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব (হেডম্যান-কার্বারী), সুশীল সমাজ, নারী নেতৃবৃন্দ, সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং মহৎপ্রাণ ব্যক্তিদের আমার ব্যক্তিগত ও সংস্থার পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি এই সংগঠন তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সফল করার মধ্য দিয়ে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষে সকল স্তরের জনগনের একান্ত সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

শেফালিকা ত্রিপুরা
সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী
খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগ

❖ সম্পাদক

যুগান্তর বিকাশ ত্রিপুরা, অর্থ ও প্রশাসনিক সমন্বয়কারী

❖ সম্পাদনা সহযোগি

কাজল বরন ত্রিপুরা, কর্মসূচি কর্মকর্তা, এপিভিএডব্লিউ প্রকল্প

শাহানা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, কর্মনীড় সামাজিক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা, চকরিয়া

❖ সার্বিক তত্ত্বাবধানে

শেফালিকা ত্রিপুরা, সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী

শাপলা দেবী ত্রিপুরা, সম্পাদিকা

❖ প্রকাশনায়

খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি

খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

ফোন- ০৩৭১-৬২৩৫১

ইমেইল- kmkscht@yahoo.com

❖ প্রকাশ কাল

ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

❖ সহযোগিতায়

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগ প্রকল্প

❖ কৃতজ্ঞতায়

জুম্মনেট, ৫ এফ মারুকু বিল্ডিং, ১-২০-৬ হিগাসি ইউইনু, টাইটু-কু টোকিও, জাপান।

টেলিফোন ও ফ্যাক্স: ০৩-৩৮৩১-১০৭২

ইমেইল: jummanet@gmail.com ।

সূচীপত্র-

ভূমিকা, প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, প্রকল্প এলাকা	৩
প্রকল্পের সুবিধাভোগী, দাতা সংস্থা, প্রকল্পের মেয়াদ, বাজেট	৪
প্রকল্পের সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ	৫-১৫
কেইস স্টাডি-১	১৬-১৮
কেইস স্টাডি-২	১৯-২০
কেইস স্টাডি-৩	২১
কর্মসূচী বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র	২২-২৮
সহযোগী সংগঠন কর্তৃক কর্মসূচী বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র	২৯
বাস্তবায়িত কার্যক্রমের পেপার কাটিং	৩০
অডিট রিপোর্ট (আয়-ব্যয়ের বিবরণী)	৩১
নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনি সহায়তার জন্য যোগাযোগ নাম্বার	৩২

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগ

১. ভূমিকা-

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ও উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বদানকারী একটি নারী প্রধান সংগঠন। এ সংগঠন ১২ মার্চ ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সরকারী-বেসরকারী (দেশীয়/আন্তর্জাতিক) সংস্থার সহযোগিতায় সুযোগবঞ্চিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধরণ, বিশেষতঃ নারী ও শিশুদেরকে উন্নয়নের মূল ধারায় এনে ক্ষমতায়ণ ও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সুযোগবঞ্চিত, অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিস্পেশিত নারীদের মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিন পার্বত্য জেলা এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলায় জুলাই, ২০১০ খ্রিস্টাব্দে "নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ উদ্যোগ" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়।

২. প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য-

- চট্টগ্রাম অঞ্চলে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য নারী সংগঠনগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে নারী সংগঠনগুলোর পক্ষে কার্যকর ভূমিকা রাখা।
- সহিংসতা শিকার নারীদের আইনগত সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নারী সংগঠনসমূহের স্বক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- যৌন হয়রানির মাত্রা কমিয়ে আনা এবং সহিংসতা শিকার নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানে সহায়তা করা।
- স্কুল, কলেজ ও পাড়া পর্যায়ে কিশোর-কিশোরীদের নারী নির্যাতন বা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

৩. প্রকল্প এলাকা-

৩.১। ১ম পর্যায়ের কর্ম এলাকা (জুলাই, ২০১০ খ্রিঃ হতে জুন, ২০১৩ খ্রিঃ)-

অঞ্চল	জেলা	উপজেলা	জেলা ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত সমন্বয়কারী	দুর্বার নেটওয়ার্ক এর সদস্যভূক্ত সংগঠন
চট্টগ্রাম অঞ্চল	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা	মিজ লালসা চাকমা, নির্বাহী পরিচালক, কাবিদাং ও জেলা প্রতিনিধি, দুর্বার নেটওয়ার্ক, খাগড়াছড়ি জেলা।	৫ টি
	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা	রাংগামাটি সদর উপজেলা	মিজ লাকী চৌধুরী, সভানেত্রী, পশ্চিম মাঝেরবস্তি মহিলা কল্যান সমিতি ও জেলা প্রতিনিধি, দুর্বার নেটওয়ার্ক, রাংগামাটি জেলা।	৫ টি
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	বান্দরবান সদর উপজেলা	মিজ ডনাইপ্রু নেলী, নির্বাহী পরিচালক, অনন্যা কল্যান সংগঠন ও জেলা প্রতিনিধি দুর্বার নেটওয়ার্ক, বান্দরবান জেলা।	১০ টি

	চট্টগ্রাম জেলা	চট্টগ্রাম সদর উপজেলা	মিজ মোমেনা আক্তার নয়ন, সমন্বয়কারী, দুর্বার নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম অঞ্চল এবং মিজ রৌশানে আরা, নারী জাগরনী সংস্থা ও জেলা প্রতিনিধি দুর্বার নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম জেলা।	১৫ টি
	কক্সবাজার জেলা	চকরিয়া উপজেলা	মিজ শাহানা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, কর্মনীড় সামাজিক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা ও জেলা প্রতিনিধি, দুর্বার নেটওয়ার্ক, কক্সবাজার জেলা।	৩ টি
			মোট সদস্যভুক্ত সংস্থা =	৩৮ টি

৩.২। ২য় পর্যায়ের কর্ম এলাকা (জানুয়ারী, ২০১৪ খ্রিঃ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিঃ)-

জেলা	উপজেলা	উপকারভোগী
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা	২,০৮০ জন
কক্সবাজার জেলা	চকরিয়া উপজেলা	৪৬০ জন
মোট উপকারভোগীর সংখ্যা =		২,৫৪০ জন

৪. সুবিধাভোগীর সংখ্যা-

মেয়াদকাল	জেলা	উপকারভোগীর সংখ্যা
জুলাই, ২০১০ খ্রিঃ হতে জুন, ২০১৩ খ্রিঃ	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	৯৪৫ জন
	রাংগামাটি পার্বত্য জেলা	১৭৮ জন
	বান্দরবান পার্বত্য জেলা	৫০০ জন
	চট্টগ্রাম জেলা	৭২২ জন
	কক্সবাজার জেলা	১১৫ জন
জানুয়ারী, ২০১৪ খ্রিঃ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিঃ	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	২০৮০ জন
	কক্সবাজার জেলা	৪৬০ জন
সর্বমোট উপকারভোগী সংখ্যা =		৫,০০০ জন

৫. দাতা সংস্থার নাম ঃ জুস্মনেট, জাপান।

৬. প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ ৬ বছর (জুলাই, ২০১০ খ্রিঃ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিঃ)
১ম পর্যায়ঃ জুলাই ২০১০ খ্রিঃ হতে জুন ২০১৩ খ্রিঃ
২য় পর্যায়ঃ জানুয়ারী ২০১৪ খ্রিঃ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিঃ

৭. প্রকল্পের বাজেট (টাকা)-
১ম পর্যায়ঃ ২৭,০০,০০০/- (সাতাশ লক্ষ) টাকা মাত্র।
২য় পর্যায়ঃ ৩৭,৫৮,২০০/- (সাঁইত্রিশ লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশত) টাকা মাত্র।

মোট = ৬৪,৫৮,২০০/- (চৌষট্টি লক্ষ আটান্ন হাজার দুইশত) টাকা মাত্র।

৮. সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ-

৮.১। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে সমন্বয় সভাঃ

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় অবস্থিত স্থানীয় উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত ও উন্নয়নের জন্য নেতৃত্বদানকারী একটি নারী প্রধান সংগঠন। এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন শ্রেনীর জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রকল্পের সহায়তায় গত ছয় বছরে যে সব সেক্টরে সমন্বয় ও সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

ক. সমন্বয় সভা-

ক্র. নং	সভার নাম	সংখ্যা
০১	দুর্বার নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর ৩৮টি সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ৫টি জেলায় সমন্বয় সভা	১৩৫টি
০২	৫টি জেলায় বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত সচেতন লোকদের নিয়ে গঠিত 'নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি'র সদস্যদের নিয়ে সমন্বয় সভা	২৫টি
০৩	৫টি জেলার দুর্বার নেটওয়ার্ক জেলা প্রতিনিধিদের নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে সমন্বয় সভা	৬টি
০৪	রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, পুলিশ প্রশাসন, আইনজীবি, সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং নারী নেত্রীদের নিয়ে সমন্বয় সভা	১৪টি
০৫	নারী অধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি ও মানবাধিকার কর্মীদের নিয়ে ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা	১২টি
০৬	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সমন্বয় সভা	৬টি
০৭	বার্ষিক কার্যক্রমের পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ণ সমন্বয় সভা	৩টি

পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা, বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রমের উপর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ করার জন্য উল্লেখিত সমন্বয় সভাসমূহ নিয়মিত করা হয়েছে। প্রকল্পের কর্মী এবং সংস্থার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও সমন্বয় সভায় আইনজীবি, সাংবাদিক, জনপ্রতিনিধি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, নারী নেত্রী, মানবাধিকার কর্মী এবং সরকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে প্রকল্পের কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য পরামর্শ ও মতামত প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন।

খ. বিদ্যালয় ও কমিউনিটি পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা-

সকল পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং কমিউনিটি পর্যায়ে সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে ৩০টি সচেতনতামূলক সভা করা হয়। তারমধ্যে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ২টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮টি এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ১০টি সচেতনতামূলক সভা করা হয়।

যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে তা হল- খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ, খাগড়াছড়ি সরকারী মহিলা কলেজ, খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, পান খাইয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, খাগড়াছড়ি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজিয়েট হাইস্কুল, পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ভাইবোনছড়া মিলেনিয়াম উচ্চ বিদ্যালয় এবং আল আমিন এফ আর

বিদ্যালয় এবং যে সব এলাকায় বা কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে তা হল- নয় মাইল এলাকা, ভাইবোনছড়া ছোট বাড়ী এলাকা, কুমারধন পাড়া এলাকা, ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন, কমলছড়ি ইউনিয়ন এবং ঠাকুরছড়া ও গোলাবাড়ী এলাকা।

৮.২। 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য' প্রথাগত প্রধান (কার্বারী ও হেডম্যান) এবং ইউপি জনপ্রতিনিধিদের করনীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা-

পাড়া বা এলাকা পর্যায়ে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য পাড়া প্রধান এবং মৌজা প্রধান হিসেবে কার্বারী ও হেডম্যান এর ভুমিকা এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যের যথেষ্ট ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। উক্ত নেতৃবৃন্দ পাড়া, মৌজা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে শক্তিশালী ভুমিকা পালনের জন্য সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রথাগত পদ্ধতি ও প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় সামাজিক বিচার ও সালিশী সভা পরিচালনা বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবি এ্যাডভোকেট অনুপম চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, খাগড়াছড়ি বার কাউন্সিল। ১২টি প্রশিক্ষণে মোট ১৭৮ জন প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ইউপি জনপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

৮.৩। ইউনিয়ন পর্যায়ে বাল্য বিবাহ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং যৌতুক ও মাদকবিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সভা-

চকরিয়া উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নকারী সংগঠন কর্মনীড় সামাজিক মহিলা উন্নয়ন সংস্থা চকরিয়া উপজেলায় উপজেলা প্রশাসন, সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-এর সহযোগিতায় ফাসিয়াখালী ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গনে উল্লেখিত বিষয়ের উপর ১৮ এপ্রিল, ২০১৫খ্রি. এক বিশাল সচেতনতামূলক সভা করে। উক্ত সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানসহ উপজেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বান্দরবান জেলার অনন্যা কল্যাণ সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিসেস ডনাইপ্রু নেলী ও একতা মহিলা সমিতির নির্বাহী পরিচালক মিসেস আনোয়ারা বেগম উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রায় ৫০০ জন নারী ও পুরুষ উপস্থিত ছিলেন।

৮.৪। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনগত পদক্ষেপ ও প্রথাগত নেতৃবৃন্দের করণীয় শীর্ষক সেমিনার-

স্থানীয় পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনগত পদক্ষেপ ও প্রথাগত নেতৃবৃন্দের করনীয় শীর্ষক সেমিনার ১১ জুলাই, ২০১৫খ্রি. খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়।

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবু কংজরী চৌধুরী, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। সেমিনারে মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট আইনজীবি এ্যাডভোকেট অনুপম চাকমা, সাধারন সম্পাদক, জেলা বার এসোসিয়েশন, খাগড়াছড়ি এবং আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে বিষয়ের উপর আলোচনা করেন বাবু স্বদেশ প্রীতি চাকমা, সাধারণ সম্পাদক, জেলা হেডম্যান এসোসিয়েশন, খাগড়াছড়ি, বাবু মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি ও মিজ বিউটি রানী ত্রিপুরা, ভাইস চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ। সেমিনারে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ২৫ জন হেডম্যান ও কার্বারী উপস্থিত ছিলেন।

৮.৫। নারীর প্রতি সহিংসতা ও যৌন হয়রানী প্রতিরোধে হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনামূলক রায় বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করনীয় শীর্ষক সেমিনার-

২০০৯ সালের ১৪ মে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন ও বিচারপতি কামরুল ইসলাম সিদ্দিকী'র যৌথ বেঞ্চ যৌন হয়রানী প্রতিরোধে একটি নির্দেশনামূলক রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হয়েছে, যত দিন না পর্যন্ত জাতীয় সংসদে যৌন হয়রানি রোধে কোন আইন প্রণয়ন করা হবেনা, ততদিন বাংলাদেশের সংবিধানে ১১১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্টের দেয়া এই রায় বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর হবে। এই রায়ে আরো বলা হয়েছে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যৌন হয়রানির বিষয়ে অভিযোগ কেন্দ্র গঠন এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্যাতিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় প্রকাশ না করার কথাও উল্লেখ করেছে। উক্ত রায়ে আরো বলা হয়েছে, দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে একটি অভিযোগ কেন্দ্র থাকবে। অভিযোগের সত্যাসত্য অনুসন্ধানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি থাকবে আর কমিটির প্রধান হবেন একজন নারী। কমিটির অন্য দুইজন সদস্য হবেন অন্য সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান থেকে।

হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেই নিদের্শনাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার ১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ১জন করে সহকারি শিক্ষকদের নিয়ে দিনব্যাপি খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির কার্যালয়ে সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাবু কংজরী চৌধুরী, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। আলোচক হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে হাইকোর্টে নিদের্শনামূলক রায়নামা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন মিজ শ্রীলা তালুকদার, প্রধান শিক্ষক, খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, মিজ সাগরানি চাকমা, প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত), খাগড়াছড়ি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা এবং এ্যাডভোকেট আক্তার উদ্দিন মামুন, আইনজীবি, খাগড়াছড়ি জজ কোর্ট।

কেএমকেএস সভানেত্রী ও নির্বাহী পরিচালক মিজ শেফালিকা ত্রিপুরার সভাপতিত্বে সেমিনারে ধারনা পত্র উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট আইনজীবি ও নারী নেত্রী এ্যাডভোকেট সুস্মিতা চাকমা।

সেমিনারে প্রধান অতিথি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর আওতাধীন সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন ও একটি যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করার জন্য পরিষদ এর পক্ষ থেকে অফিসিয়াল চিঠি দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

৮.৬। সহিংসতা শিকার নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য আর্থিক সহযোগিতা-

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি শুধুমাত্র নির্যাতিত নারীর তথ্য সংগ্রহ, চিকিৎসা সেবা প্রদান ও আইনি সহায়তা প্রদান করে ছেড়ে দেননি। যারা মামলা পরিচালনা করে আর্থিকভাবে নিঃস্ব হয়েছেন এবং আত্ম-মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন সংগ্রামের মুখোমুখি হয়েছেন খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছেন। এসব গরীব ও অসহায় নির্যাতিত নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য মোট ১৮ জনকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। যারা আত্ম-কর্মসংস্থানে আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন তাদের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল-

সময়	পূর্ণবাসনে সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম	ঠিকানা	মন্তব্য
২০১৬ খ্রিঃ	ঝিনুক মালা	মোল্লা পাড়া, উল্টাছড়ি ইউনিয়ন, পানছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	মিতা বালা ত্রিপুরা	উত্তর গাড়ীটানা, মানিকছড়ি উপজেলা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	অনিকা ত্রিপুরা	রূপাইছড়ি, ১নং রামগড় ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
২০১৫ খ্রিঃ	ইতিমনি চাকমা	মধ্য বোয়ালখালী, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	সাম্পারী ত্রিপুরা	হেডম্যান পাড়া, তাইন্দং, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	পারভীন আক্তার	নতুন পাড়া, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
২০১৪ খ্রিঃ	রিতা ত্রিপুরা	রাইন্যাবাড়ী পাড়া, ভাইবোনছড়া, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	মনপুরী চাকমা	কানুনগো পাড়া, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	মোছাঃ মনসুরা বেগম	পমাং পাড়া, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
২০১৩ খ্রিঃ	খনিকা ত্রিপুরা	অটলটিলা, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	মিনা চাকমা	কাবাখালী, দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	তাজকেরা বেগম	ভূয়াছড়ি, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
২০১২ খ্রিঃ	মর্তরিকা ত্রিপুরা	গোমতী ইউনিয়ন, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
	লিলুফা বেগম	গোমতী, মাটিরাংগা, খাগড়াছড়ি।	বাক প্রতিবন্ধি

	নিহার বালা ত্রিপুরা	তিনতহরী, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।	প্রযোজ্য নয়
২০১১ খ্রিঃ	মুইচিংনু মারমা	গোদাতলি, মানিকছড়ি, খাগড়াছড়ি।	প্রতিবন্ধি
	মিনা চাকমা	বড়াদম, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি।	শারিরীক প্রতিবন্ধি
	বিনা চাকমা	মগবাদ, রূপকারী, বাঘাইছড়ি, রাংগামাটি।	প্রযোজ্য নয়

৮.৭। দিবস উদযাপন (১৫ অক্টোবর গ্রামীণ নারী দিবস, ২৫ নভেম্বর নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস এবং ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস)-

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি নারী প্রধান উন্নয়ন সংগঠন হিসেবে প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রমের পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নারী অধিকার সংক্রান্ত দিবসগুলো যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যৌথভাবে পালন করে থাকে। দিবসকে ঘিরে র‍্যালি, মানব বন্ধন, আলোচনা সভা, নারী উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সম্মাননা, বিভিন্ন সেক্টরের কৃর্তি নারীদের সম্মাননা প্রদান, নারীদের নিয়ে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে দিবসের পটভূমি সর্ম্পকে তৃনমূল পর্যায়ে প্রচার করে দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়।

৮.৮। সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ, চিকিৎসা সেবা ও আইনি সহায়তা-

৮.৮.১। সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহঃ

নারী ও শিশুরা নিজ ঘরে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কর্মস্থলে, রাস্তাঘাটে, বাসে এবং শপিংমলে বিভিন্ন ধরনের সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকে। কিন্তু, ঘটনার প্রকৃত তথ্য না থাকায় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে সহিংসতা শিকার নারী ও শিশুদের ন্যায় বিচার পরিচালনার ক্ষেত্রে বিগ্ন ঘটে। তাই, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ২০১০ সাল হতে সহিংসতা শিকার নারী ও শিশুদের ঘটনার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করে ভিকটিম পরিবারের পাশে থেকে ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সহায়তা করে যাচ্ছে।

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির ডকুমেন্টটেশন গ্রুপ ও ওমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক এর সদস্যদের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকা থেকে যেসব তথ্য সংগৃহিত হয়েছে তার তথ্যচিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

সময়কাল	এলাকা	নির্যাতনের ধরন	সংখ্যা
জুলাই, ২০১০ খ্রিঃ হতে জুন, ২০১৩ খ্রিঃ	তিন পার্বত্য জেলা ও চট্টগ্রাম সদর ও চকরিয়া উপজেলা।	ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা, ধর্ষণের চেষ্টা, যৌতুকের জন্য নির্যাতন, হত্যা করা, প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা, ভুমি নিয়ে নির্যাতন ও হত্যা ইত্যাদি	২৫৩ টি
জানুয়ারী, ২০১৪ খ্রিঃ হতে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ খ্রিঃ	খাগড়াছড়ি জেলা		৫৮ টি
	চকরিয়া উপজেলা		৭১ টি

উল্লেখ্য যে, ৫টি জেলার সংগৃহিত তথ্যসমুহ বিশ্লেষনে করে দেখা যায় যে, তিন পার্বত্য জেলায় সহিংসতা ও নির্যাতনের ধরন হচ্ছে- ৯০% ধর্ষণ, ধর্ষণের পর হত্যা ও ধর্ষণের চেষ্টা এবং বাকী ১০% পারিবারিক নির্যাতন। চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার সংগৃহিত তথ্যসমূহ বিশ্লেষন করে দেখা যে সেখানকার সহিংসতা ও নির্যাতনের ধরন তিন পার্বত্য জেলার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সেখানে দেখা যায় ৮৫% পারিবারিক নির্যাতন বাকী ১৫% অন্যান্য সহিংসতা ও নির্যাতন।

২০১৪ সাল হতে ২০১৬ সালের সংগৃহিত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বেশির ভাগ আর্থিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অবহেলিত ও অসহায় পরিবারের নারী ও শিশুরা নির্যাতনের শিকার। খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার গত ৩ বছরে যে ৫৮টি তথ্য সংগৃহিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় ৮০% নির্যাতনের শিকার নারীর বয়স ১৮ বছরের নিচে ও ২০% বিবাহিত নারী। কিন্তু, চকরিয়া উপজেলায় ৯০% নারী বিবাহিত ও ১০% অবিবাহিত।

(তথ্যসূত্রঃ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির ডকুমেন্টটেশন গ্রুপ ও ওমেন রিসোর্স নেটওয়ার্ক এর সদস্য কর্তৃক সংগৃহিত তথ্যসমুহ)

৮.৮.২ আইনি সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা সহায়তা প্রদান তথ্যচিত্র-

খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতি সহিংসতা শিকার গরীব ও অসহায় নারীদের তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা ও আইনি সহায়তার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। ভুক্তভোগী নারীকে চিকিৎসা সেবার জন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র/হাসপাতালে ভর্তির সহায়তা, সংশ্লিষ্ট থানায় ও কোর্টে মামলা করার জন্য সহায়তা এবং তাদের ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার লক্ষে তাদের পাশে থেকে আইনি সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। ভুক্তভোগী

নারীকে আইনি সহায়তার পাশাপাশি মামলার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য অত্র সংস্থা প্যানেল আইনজীবি, সরকারী পিপি, বিচারক, পুলিশ প্রশাসন, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়াসহ সকল স্তরের মানবাধিকার কর্মীদের সাথে লবি-এ্যাডভোকেসী করে থাকে। এছাড়াও কিছু কিছু মামলার ক্ষেত্রে সাংবাদিক সম্মেলন, মানব বন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশ করা হয়। ২০১১ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত মোট ২৬ জন গরীব ও অসহায় নারীকে ''নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩)" এর আইনের আওতায় মামলাগুলো আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে। মামলাগুলোর বর্তমান অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হল-

আইনি সহায়তার তথ্যচিত্র	সংখ্যা
আইনি সহায়তা প্রদান	২৬টি মামলা
বর্তমানে বিচারাধীন	১৬টি
মামলা খারিজ	৬টি
মামলার ন্যায় বিচার (ভুক্তভোগীর পক্ষে রায়)	৪টি

উল্লেখিত তথ্য ছাড়াও খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার কার্যালয়ের অপরাধ বিভাগ থেকে নেয়া জানুয়ারী, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) আইনের আওতায় সহিংসতার তথ্য ও মামলার চিত্র নিম্নে প্রদত্ত হল-

সাল	সদর	পানছড়ি	মাটিরাংগা	মহালছড়ি	রামগড়	মানিকছড়ি	লছিড়ি	দিঘীনালা	গুইমারা	মোট
২০১০	৬	৪	১১	৫	২	২	৩	৩	১	৩৭
২০১১	৭	৩	৯	৩	১	৫	০	৭	২	৩৭
২০১২	৩	২	৬	১	৩	৫	১	১১	৬	৩৮

খাগড়াছড়ি পুলিশ সুপার কার্যালয়ের অপরাধ বিভাগ থেকে নেয়া ২০১৩ সালে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার নারী নির্যাতন ও সহিংসতার মামলার চিত্র-

অপহরণ	যৌতুক	যৌন হয়রানী	ধর্ষন	পাচার	অন্যান্য নির্যাতন	মোট
০৭	১০	০২	১৪	০২	১১	৪৬

তথ্য সুত্রঃ পুলিশ সুপারের কার্যালয়, অপরাধ বিভাগ, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

উল্লেখিত তথ্যসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, প্রতি বছর নারী নির্যাতনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন কৌশলে ও অভিনব কায়দায় নির্যাতন করে যাচ্ছে। নারী ও শিশু নির্যাতন রক্ষা করা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য রাষ্ট্রের যে সকল আইন বিদ্যামান রয়েছে তার কার্যকর প্রয়োগ নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। তাই, দেশে বিদ্যমান আইনসমূহের সঠিক প্রয়োগ করে সকল ঘটনায় অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে প্রচলিত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির মধ্য দিয়ে সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য জোর দাবী জানাচ্ছি-

১। রাজনৈতিক দলের নিকট- নারী ও শিশু নির্যাতনকারীদের রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় ও প্রশয় না দেয়া, ঘটনাকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার না করা এবং মানবাধিকারের চরম লংঘন হিসেবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট তুলে দেয়ার পাশাপাশি বিচার কার্য পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগকে সহায়তা করা;

২। বিচার বিভাগ/আইনজীবিদের নিকট-

- নারী ও শিশু নির্যাতন সংক্রান্ত সকল প্রকার মামলা দ্রুততম সময়ে বিচার কার্য সম্পাদন করা এবং অপরাধের ধরন অনুযায়ী আসামীদেরকে জামিন দেয়ার ক্ষেত্রে সজাগ থাকা ।
- নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ এবং ধর্ষনের পর হত্যাকারীকে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা।
- জেলা আইনগত সহায়তা কমিটির মাধ্যমে দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবিগণ কর্তৃক আইনী সহায়তা কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্ব দেয়া।
- অসহায় নির্যাতিত নারীদের আইনী সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে মানবিক দিক বিবেচনা করে সহযোগিতার হাত বাড়ানো।

৩। আইনশৃংঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি-

- নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্রুততম সময়ে গ্রেপ্তার করে বিচারের আওতায় আনা।
- তদন্তের কাজে ও নিরাপত্তা হেফাজতের দায়িত্বে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যগণ যেন নির্যাতিতদের সাথে নিরপেক্ষ ও সংবেদনশীল আচরণ করে।
- তদন্তের কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি আন্তরিক হওয়া।

৪। ডাক্তার/সেবিকাদের প্রতি-

- ধর্ষণের শিকার নারী ও শিশুদের ওয়ান ষ্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে মেডিক্যাল টেষ্ট করার ব্যবস্থা করা এবং মেডিক্যাল রিপোর্ট এর তথ্য দেয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
- নারী ভিকটিমদের জন্য মেডিক্যাল টিম গঠনের সময় একজন নারী মানবাধিকার কর্মীকে কমিটিতে রাখা।
- সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুদের প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সংবেদনশীল হাওয়া।

৫। জনপ্রতিনিধি/সুশীল সমাজের প্রতিনিধির নিকট-

- পাড়া/মৌজা/ওয়ার্ড পর্যায়ে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা এবং নির্যাতনকারীদের চিহ্নিত করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট তুলে দেয়া।
- নারী ও শিশু নির্যাতন ও ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা;
- সামাজিকভাবে সালিশ সভায় নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে নারীদের মতামতকে বাধ্যতামূলক করা।

৮.৯ নারী সম্মেলন-

প্রকল্পভুক্ত দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৩৮টি নারী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ও সদস্যবৃন্দের অংশগ্রহণে ২২ জুন, ২০১৩খ্রি. খাগড়াছড়ি জেলাস্থ হোটেল ইকোছড়ি ইন সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপী ২টি অধিবেশনে পূর্ণমিলনী সভা ও নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের ১ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগাড়াছড়ি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে জনাব মাসুদ করিম, জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, জনাব শেখ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা, জনাব শানে আলম, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ, মিজ বাঁশরী মারমা, ভাইস চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা পরিষদ এবং সভাপতিত্ব করেন মিসেস আনোয়ারা বেগম, সভাপতি, দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচী, চট্টগ্রাম অঞ্চল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংস্থার সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরা।

১ম আধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে **"নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই রোধ করবে নারী নির্যাতন"** এবং ২য় অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে **"দুর্বার নেটওয়ার্ক, চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রত্যাশা, অর্জন ও সম্ভাবনা"**। পুর্ণমিলনী সভা ও সন্মেলনে ৫টি জেলার প্রায় ১৫০ জন নারী নেত্রী ও নারী অধিকার কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

৮.১০ সালিশী সভার মাধ্যমে সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধ নিস্পত্তি-

ফৌজদারী সহিংসতা ব্যতীত সামাজিক ও পারিবারিক বিরোধসমূহ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং মৌজার হেডম্যান ও পাড়া কার্বারীদের সহযোগিতা নিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ১৫টি সামাজিক ও পারিবারিক (স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে) বিরোধসমূহ সালিশী সভার মাধ্যমে সমাধান করে দিয়েছে। সামাজিক বিরোধের মধ্যে রয়েছে ভুমি সংক্রান্ত বিরোধ, অর্থ লেনদেনের বিরোধ, বিবাহ বহিভুক্ত সংক্রান্ত অবৈধ সম্পর্ক ইত্যাদি।

৯. প্রকল্পের ফলাফল-

ক) দুর্বার নেটওয়ার্ক কর্মসূচী, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সদস্যভূক্ত ৩৮টি নারী সংগঠনের সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রশাসনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের ফলে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ কার্যক্রমে সহযোগিতার হাত বেড়েছে।

খ) রাজনৈতিক নেতা, ডাক্তার, পুলিশ প্রশাসন, আইনজীবি, সাংবাদিক, সরকারী কর্মকর্তা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণের সাথে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সুসম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ) ১৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ২৭০০ জন ছাত্র/ছাত্রী, ২টি কলেজের প্রায় ৫০০জন ছাত্র/ছাত্রী এবং ১০টি পাড়ার প্রায় ৫০০জন যুব-যুবতী নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে এবং সহিংসতা শিকার হলে তা সামাজিক ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ বিষয়ে ধারনা লাভ করে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারছে।

ঘ) ১৭৮ জন প্রথাগত প্রতিষ্ঠানের প্রধান (হেডম্যান ও কার্বারী) ও ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যগণ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের জন্য তাদের দায়িত্ব ও ভুমিকা সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং পাড়া ও এলাকা পর্যায়ে পারিবারিক সমস্যাসমূহ (ফৌজদারী ব্যতীত) সালিশী সভা পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারছে।

ঙ) ১৮জন সহিংসতা শিকার ও অসহায় নারী তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রকল্প থেকে এককালীন আর্থিক অনুদান পেয়ে ভিকটিম ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

চ) ৩৮২ টি সহিংসতা (বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন) শিকার নারীর প্রকৃত তথ্য সংগৃহিত এবং সংরক্ষিত হয়েছে।

ছ) খাগড়াছড়ি জজ কোর্টে ২৬টি নারী ও শিশু নির্যাতনের মামলা আইনি সহায়তা পেয়েছে। তারমধ্যে ১৬টি বিচারাধীন ও ৪টি ন্যায়বিচার (ভুক্তভোগীর পক্ষে রায়) পেয়েছে।

জ) ১২টি উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫জন শিক্ষক যৌন হয়রানী প্রতিরোধে হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনামূলক রায় বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের করনীয় বিষয়ে ধারনা লাভ করেছে এবং এ বিষয়ে কার্যকর ভুমিকা রাখতে পারছে।

ঝ) ফৌজদারী মামলা ব্যতীত পারিবারিক সহিংসতার মামলাগুলো ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বার এবং মৌজার হেডম্যান ও পাড়া কার্বারীদের সহযোগিতা নিয়ে ১৫টি পারিবারিক (স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে) মামলা সালিশী সভার মাধ্যমে সমাধানের ফলে ১৫টি পরিবারের জনগোষ্ঠী সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারছে।

ঞ) নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কার্যক্রম পরিচালনা করার ফলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির নেটওয়ার্কিং সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মিজ শেফালিকা ত্রিপুরাকে জাতীয় আইনগত সহায়তা কমিটি, খাগড়াছড়ি ও পুলিশ বিভাগে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটিসহ নারী ও শিশু অধিকার বিষয়ক সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করেছে এবং নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে।

এক অসহায় নারীর ন্যায় বিচার প্রাপ্তি ও আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা
দেওয়ানী মামলা নং ৩২/২০১১ এর কেইস স্টাডি

সাধারণ অন্যান্য দশজন নারীর মত স্বামী, সন্তান, মা-বাবা, ভাই-বোন ও শ্বশুর-শ্বাশুরী এবং আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখে শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাজকেরা বেগম। তাই লালিত স্বপ্নকে সফল করার প্রয়াসে উভয় পরিবারের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করে বিবাহ রেজিষ্ট্রেশনের মাধ্যমে কাবিননামা সম্পাদন করে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার শালবন এলাকার জিয়া নগরের বাসিন্দা আকরাম হোসেনের সাথে তাজকেরা বেগম বিগত ০৯/০৪/২০০৪ খ্রিস্টাব্দে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বিয়ের পর তাজকেরা বেগম বাবার বাড়ী ছেড়ে স্বামীর স্থায়ী ঠিকানা শালবনে চলে আসে। স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করার জন্য স্বামীর সংসারে এসে স্ত্রীর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে সংসার সাজানোর লক্ষে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। যে আশা ও স্বপ্ন দেখে সংসার করেছিলেন বিয়ের ৪/৫ মাস পর তাঁর সেই আশা ও স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়। কারনে-অকারনে তাঁর উপরে নেমে আসে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন। স্বামীর নির্যাতনের কথা শ্বশুর-শ্বাশুরীসহ স্বামীর পরিবারের অন্যান্য লোকজনকে জানালেও কাউকে তাঁর পাশে পায়নি। নীরবে নির্যাতনের যন্ত্রণা সহ্য করে স্বামীর সংসার করে যাচ্ছিলেন তাজকেরা বেগম।

স্বামীর নির্যাতন ও অত্যাচারের মাত্রা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে নির্যাতনের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে প্রাণে বাঁচার জন্য তাজকেরা বেগম ২০০৫ সালে গর্ভে থাকা ৭ মাসের সন্তানকে নিয়ে স্বামীর ঘর থেকে বেড়িয়ে বাবার বাড়ী ভুয়াছড়িতে চলে যেতে বাধ্য হন এবং ২০০৬ সালের ১৭ জানুয়ারীতে বাবার বাড়ীতে থাকা অবস্থায় তাজকেরা বেগমের এক পুত্র সন্তান জন্ম হয়। সন্তান জন্মের ৮ মাস পর্যন্ত আকরাম হোসেন বা তাঁর পরিবারের লোকজন কোন খোঁজ-খবর নেয়নি এবং খোরপোষও দেয়নি। কিন্তু, সন্তানের বয়স ৮ মাসের পর স্বামী আকরাম হোসেন তাকে সুকৌশলে বুঝিয়ে শিশু সন্তানসহ বাড়ীতে নিয়ে আসে। বাড়ীতে নিয়ে আকরাম হোসেন তাকে বেশিদিন শান্তিতে রাখেনি। ৪ মাসের মাথায় আবার নির্যাতন শুরু করে এবং স্বামীর মারধরের মাত্রা এমনভাবে বেড়ে গিয়েছিল যে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শিশুসন্তানকে নিয়ে আবার বাবার বাড়ীতে চলে যেতে বাধ্য হলেন তাজকেরা বেগম। ১৯ অক্টোবর ২০০৯ সাল পর্যন্ত তিনি বাবার বাড়ীতে শিশুসন্তানকে নিয়ে শান্তিতে ছিলেন। ১৯/১০/২০০৯ খ্রিস্টাব্দে তার স্বামী তার সাথে যোগাযোগ করে এবং অতীতের মত তাকে নির্যাতন করা হবেনা বলে কথা দিয়ে আবার বাড়ীতে নিয়ে আসে। কিন্তু, স্বামীর বাড়ীতে ফিরে এসে দু'দিনের মাথায় বড় ধরনের নির্যাতনের শিকান হন তাজকেরা বেগম। অর্থাৎ ২২/১০/২০০৯ তারিখে স্বামী ও তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাই মিলে একত্রে এমনভাবে মারধর করা হয়েছিল যে তাজকেরা বেগমকে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। তাদের মারধরের কারনে তিনি মারাত্মকভাবে জখম হন এবং উক্ত ঘটনার জন্য স্বামী আকরাম হোসেনকে প্রধান করে অপরাপর আরো কয়েকজনকে আসামী করে খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানায় একটি ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। যার জি আর মামলা নং ৩৫২/০৯। ২২/১০/২০০৯ তারিখে আকরাম হোসেনসহ তার পরিবারের লোকজন সবাই মিলে তাজকেরা বেগমকে শারিরীক নির্যাতন করে মারাত্মক জখম করে বাড়ী থেকে বের করে দেয়ার পর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কোন খোঁজ-খবর না নেওয়ায় তাজকেরা বেগম হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর সরাসরি পিতার বাড়ি ভুয়াছড়িতে আশ্রয় নেয়।

ভরন-পোষনের জন্য দেওয়ানী মামলাঃ পিতার বাড়ীতে অবস্থানকালে স্বামী আকরাম হোসেন স্ত্রী ও সন্তানের কোন খোঁজ-খবর রাখে নাই এবং কোন ভরন-পোষনও দেয়নাই। তাই নিজের এবং সন্তানের ভরন-পোষণের

জন্য স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি খাগড়াছড়ি মোকাম বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ আদালতে গত ২৭/০২/২০১১ তারিখে আরো একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং-৩২/১১।

এদিকে তাজকেরা বেগমের পিতা একজন গরীব ও দিনমজুরী। দিন মজুরী করে যা আয় হয় তা দিয়ে ৪ জনের (স্বামী-স্ত্রী ও ২ সন্তান) সংসার কোন রকম চলে। এরই মধ্যে তাজকেরা বেগম ও তাঁর শিশু সন্তান তার পিতার পরিরবারের বোঝা হয়ে দাঁড়াই। অভাবের সংসারে ২টি মামলার খরচ চালাবো সম্ভব হচ্ছিলনা তারপরেও তাজকেরা বেগম ও তাঁর পিতা আব্দুর বাশির মামলা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দৃঢ় মনোবল ছিল।

এরই মধ্যে তাজকেরা বেগম ও তার বাবা বিভিন্নজনের মাধ্যমে খবর পেয়েছে যে, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি গরীব, অসহায় ও অবহেলিত নির্যাতিত নারীদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য আইনগত সহায়তা দিয়ে থাকে। তাই খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী ও প্রধান নির্বাহী মিজ শেফালিকা ত্রিপুরার সাথে দেখা করে ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেন এবং আইনগত সহায়তা কামনা করেন।

মামলার আইনগত সহায়তা ঃ ২০১১ সাল হতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাজকেরা বেগম এর মামলাগুলো আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য খাগড়াছড়ি জজ কোর্টের আইনজীবি এডভোকেট অনুপম চাকমাকে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে চুক্তি করা হয়। দীর্ঘ প্রায় দেড় বছর মামলা পরিচালনা করার পর বাদিনির পক্ষে বিজ্ঞ যুগ্ম জেলা জজ মামলার আদেশ জারি করেন। আদেশ জারি নং ০৮, তারিখঃ ১৯/০৬/২০১২। আদেশে বলা হয়েছে যে, বাদীর বকেয়া দেনমোহর বাবদ ৩৭,৩০১ টাকা এবং খোরপোষ বাবদ নিজের জন্য মাসিক ৯০০ টাকা এবং পুত্র সন্তানের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা মোট ২,৪০০ টাকা ফেব্রুয়ারী ২০১১ সাল হতে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ১৭ মাসের (১৭ মাস × ২,৪০০ টাকা + ৩৭,৩০১ টাকা) = ৭৮,১০১ টাকা বিবাদীর নিকট হতে পাবেন। আদেশে আরো বলা হয়েছে যে, বাদীর বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত এবং নাবালক পুত্র সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত হারে পরবর্তী প্রতি মাসে খোরপোষ ভাতা প্রাপ্ত হবেন। ডিক্রীকৃত টাকা ডিক্রী আদেশের তারিখ হতে ৩০ দিনের মধ্যে বাদীনিকে প্রদান করার জন্য বিবাদীকে নির্দেশ প্রদান করেন।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য পুণর্বাসনে সহায়তাঃ তাজকেরা বেগম একজন স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় নারী। স্বামী দ্বারা নির্যাতনের শিকার হয়ে বাবার বাড়িতে অবস্থান করে অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন অতিবাহিত করছে। অপরদিকে মামলার অগ্রগতি নিয়ে আইনজীবির সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করার জন্য যা টাকার প্রয়োজন হয়, তা সহযোগিতা করছে তার বাবা। সংসারের ভরন-পোষন ও তাজকেরা বেগম এর মামলার খরচ যোগাতে হিমছিম খেতে হয় তাঁর বাবাকে। তাই, তাজকেরা বেগম এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ২০,০০০/-(বিশ হাজার) টাকা পুণর্বাসনের জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে। পুণর্বাসনের টাকা পেয়ে তাজকেরা বেগম ১০,০০০/- টাকা করে ২টি রেশন কার্ড বন্ধক নেন। বন্ধক নেওয়া রেশন কার্ড থেকে যে চাল পায় তা দিয়ে খাওয়া এবং কিছু বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে প্রয়োজনীয় হাত খরচ মেটান তিনি। ২০১৬ সালের শেষের দিকে বন্ধক এর বিপরীতে নেয়া টাকা পরিশোধ করে রেশন কার্ড তুলে নেন রেশন কার্ডের মালিক। এই টাকাসহ নিজের যোগার করা দশ হাজার টাকা মিলে মোট ত্রিশ হাজার টাকা দিয়ে ১টি গাভী ও ২টি ছাগল ক্রয় করে লালন-পালন

করে আত্ম-কর্মসংস্থানে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তাজকেরা বেগম। এছাড়াও রেশনের চাল বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কিছু মুরগী ক্রয় করে লালন-পালন করছেন।

বর্তমানে তাজকেরা বেগম বাবার সংসার থেকে আলাদা হয়েছে। নিজে ঘর তুলে সেখানে ছেলেকে নিয়ে বসবাস করছে। ২০০৬ সালে জন্ম নেয়া সন্তান বর্তমানে ১১ বছর হয়েছে। নাম তার আতিউর রহমান। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গর্ভনর ড. আতিউর রহমান এর নাম শুনে ছেলের নাম দিয়েছে বলে তিনি জানান। ছেলে ড. আতিউর রহমান এর মত ব্যাংকের গর্ভনর হতে না পারলেও তাঁর কাছাকাছি যেন হতে পারে সেই স্বপ্ন নিয়ে ছেলেকে ভুয়াছড়ি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছে। ছেলেকে পড়ালেখা করিয়ে যেন মানুষের মত মানুষ বানাতে পারে সেই স্বপ্ন দেখে তাজকেরা বেগম।

সুত্রঃ পার্বত্যবানী ২ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ

খাগড়াছড়িতে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত

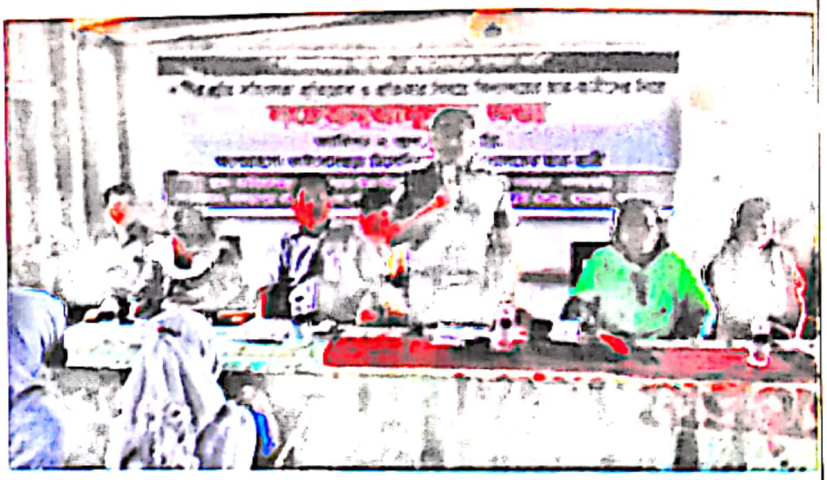

নিজস্ব প্রতিবেদক: 'সহিংসতাকে না বলি, মূল্যবোধকে সম্মান করি' এই প্রতিপাদ্যে জেলা সদরের ভাইবোনছড়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সচেতনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির আয়োজনে ভাইবোনছড়া মিলেনিয়াম উচ্চ বিদ্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় প্রধান অতিথি'র বক্তব্য রাখেন খাগড়াছড়ি জেলা পুলিশের সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মো. রইছউদ্দিন।

খাগড়াপুর মহিলা কল্যান সমিতির সভানেত্রী শেফালিকা ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাতুমনি চাকমা, একুশে টেলিভিশন খাগড়াছড়ির প্রতিনিধি চিংমেপ্রু মারমা প্রমূখ। সভায় ছাত্র-ছাত্রীসহ নারীনেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আসামীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

জিআর মামলা নং ৫১/০৯ ও নারী ও শিশু মামলা নং ০১/০৯

সেদিন ছিল ৮ মার্চ ২০০৯ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত ছিল খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার স্থানীয় বেসরকারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় আগত অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারী বিভিন্নজনের মাধ্যমে খবর পেল যে দিঘীনালায় মধ্যম বোয়ালখালী গ্রামে ৪ বছরের এক শিশুকন্যা ৩০ বৎসর বয়সের এক লোকের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে।

ঘটনার বিবরণ- ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ৮ মার্চ ২০০৯ আনুমানিক দুপুর ১৩:৩০টা সময় ভিকটিম গোসল করার জন্য মাইনি নদীর পশ্চিম পাড়ে যায়। সে সময় ধর্ষক মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া, পিতা- মৃত মোঃ করম আলী, গ্রাম- মধ্য বেতছড়ি দিঘীনালা, সেও এই সময় নদীতে মাছ ধরতে যায়। নদীতে শিশুটিকে একা দেখতে পেয়ে মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া শিশুকন্যাকে নদীর পার্শ্বে নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে জোরপুর্বক ধর্ষণ করে।

ধর্ষণের পর শিশুটি কান্নাকাটি করে তার মা'র কাছে গিয়ে ঘটনার সবকথা খুলে বলে। তখনও শিশুটির উরু দিয়ে রক্ত ঝড়তে দেখে তাঁর মা শিশুটিকে নিয়ে ঘটনাস্থলে চলে যায় এবং শিশুটি দেখানো ব্যক্তিকে সনাক্ত করলে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় ধর্ষক মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়াকে ধরে ফেলে এবং দিঘীনালা থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করার পর শিশুটির পিতা পরান্যা চাকমা (ছদ্ম নাম) বাদী হয়ে দিঘীনালা থানায় এজাহার দায়ের করেন। যাহা দিঘীনালা থানার মামলা নং-১, তারিখ-০৮/০৩/২০০৯ এবং জিআর মামলা নং-৫১/২০০৯।

আসামীকে গ্রেপ্তার করার পর পুলিশ শিশুটির সুচিকিৎসা জন্য প্রথমে দিঘীনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটির শারিরীক অবস্থা অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসা এবং ডাক্তারী পরিক্ষা করার জন্য খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে প্রেরণ করেন। শিশুটিকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে খবরটি শুনার পর তৎসময়ের খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ রাহেদ হোসেন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ শানে আলম এবং খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী মিসেস শেফালিকা ত্রিপুরার নেতৃত্বে নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ঐদিন রাত্রেই খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে শিশুটিকে দেখতে যান এবং চিকিৎসার্থে প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করেন এবং শিশুটির সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ডাক্তারদের সহযোগিতা কামনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিশুটিকে হাসপাতালে গিয়ে খোঁজ-খবর নেন এবং ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান।

এখানে উল্লেখ্য যে, ঘটনার দিন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক ধরার পর দিঘীনালা থানার মাধ্যমে পরের দিন আদালতে প্রেরণ করেন। আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়া শিশুটিকে ধর্ষণ করার কথা স্বীকার করেন।

মামলা পরিচালনায় সহায়তা- শিশুটির পিতা পরান্যা চাকমা (ছদ্ম নাম)'র আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়। উত্তরাধিকারসুত্রে পিতার কাছ থেকে পাওয়া ০.৮০ শতক ধান্য জমি ও কিছু পাহাড় ভুমিতে কৃষিচাষ করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে ৫ জন সদস্যের সংসার কোনরকম অতিবাহিত করে। এরই মধ্যে ছোট মেয়ের এই ধরনের ঘটনার শিকার হলে মামলা পরিচালনার জন্য তাঁর চোখে অন্ধকার নেমে আসে। ভিকটিম পারিবারের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জানার পর শিশুটির মামলা পরিচালনায় সহায়তা করার জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহন করে। খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির প্যানেল আইনজীবি এ্যাডভোকেট অনুপম চাকমার সাথে শিশুটির মামলা পরিচালনায় আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য ১৫/০৩/২০০৯ তারিখে একটি

চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তি অনুযায়ী মামলার চুড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত আইনজীবি মামলার আইনি সহায়তা প্রদান করেন।

শিক্ষা, চিকিৎসা ও পূনর্বাসনে সহায়তাঃ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি শিশুটির শুধুমাত্র আইনি সহায়তা প্রদান করে থেমে থাকেনি। আইনি সহায়তার পাশাপাশি শিশুটির ভবিষ্যত জীবন উন্নতির জন্য পড়ালেখা করার সহায়তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বর্তমানে শিশুটি খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির সহায়তায় মনোঘর শিশুসদন, রাংগামাটি আবাসিক হোস্টেল এ অবস্থান করে ৭ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত।

শিশুটির শিক্ষা সহায়তার পাশাপাশি তাঁর চিকিৎসা ও তাঁর পরিবারের আর্থিক অবস্থা উন্নতির জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি ভিকটিম ও তাঁর পরিবারকে ২০১৫ সালে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পূনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করে। পুনর্বাসনে সহায়তা পেয়ে ভিকটিম এর পিতা পরান্যা চাকমা (ছদ্ম নাম) বাছুরসহ একটি গাভী কিনে লালন পালন করেন। যা বর্তমানে ০৪ টি হয়েছে যার বাজার মূল্য আনুমানিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা)-এর অধিক।

মামলার রায় পর্যন্ত সহায়তা- ১৫/০৩/২০০৯ খ্রিস্টাব্দ হতে মামলার রায় না হওয়া পর্যন্ত খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি শিশুটির মামলা আইনি সহায়তা প্রদান করেছে। দীর্ঘ প্রায় ৮ বছর ধরে মামলার ন্যায়বিচার এর জন্য খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি প্যানেল আইনজীবি, সরকারী পিপি, বিচারক, পুলিশ প্রশাসন, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়াসহ সকল স্তরের মানবাধিকার কর্মীদের সাথে লবি ও এ্যাডভোকেসী করেছে এছাড়াও মানব বন্ধন, প্রতিবাদ সভা ও সমাবেশ করেছে। দীর্ঘ ৮ বছর মামলার আইনি সহায়তা প্রদানের পর গত ৩০ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ খাগড়াছড়ি জজ কোর্টের বিচারক এই মামলা রায় প্রদান করেন। রায়ে অভিযুক্ত আসামী মোহাম্মদ মোস্তফা মিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নতুন করে স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছে পারভিন আক্তার

পারভিন আক্তার একজন পারিবারিক নির্যাতনে শিকার নারী। দীর্ঘ কয়েক বছর সংসার করার পর স্বামী আব্দুল জলিল ও ৩ সন্তানসহ তাকে রেখে ২য় বিবাহ করে চট্টগ্রামে চলে যায়। ২য় বিবাহের পর ১ম স্ত্রী ও সন্তানদেরকে কোন খোজ-খবর রাখেননি এবং খরপোষ দেয়া হয়নি আব্দুল জলিল। ফলে ৩ সন্তানকে নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতেছে মর্মে তথ্যটি পেয়ে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির নেতৃবৃন্দ খোঁজ-খবর নেন। খোঁজ-খবরে ঘটনার সত্যতা পায়। তাদের পারিবারিক সমস্যা সমাধান করে দেয়ার জন্য এলাকা পর্যায়ে গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গরা কয়েক দফা সালিশী সভা করার পরেও এর কোন সুরাহা পায়নি পারভিন আক্তার। তাঁর জীবন সংগ্রামের কাহিনী শুনার পর খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে পূনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য সিদ্ধান্ত হয়।

এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ২৭ ডিসেম্বর,২০১৫খ্রি. খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি পারভিন আক্তারকে ২৫ হাজার টাকার আর্থিক অনুদান চেক প্রদান করেন। এই অনুদানের টাকা পেয়ে পারভিন আক্তার ২টি গাভী ক্রয় করে পালন করেন। ২টি গাভীকে যত্ন সহকারে লালন পালন করে এবং নিজেও মজুরি কাজ করে ৩টি সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করার স্বপ্ন দেখতেছেন। তাই, বড় ছেলেকে স্থানীয় একটি মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছেন এবং ছোট ২ সন্তানকে নিজের কাছে রেখে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন।

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

নারী অধিকার ও জেন্ডার সংবেদনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ

কর্মনীড় সামাজিক মহিলা উন্নয়ন সংস্থার সাথে পার্টনারশীপ চুক্তিনামা

ডকুমেন্টেশন দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণের একাংশ

পারিবারিক সমস্যা বিষয়ে এক সালিশী সভা

অসহায় নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে আর্থিক সহযোগিতার চেক গ্রহণ করছেন এক অসহায় নারী

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

সহিংসতার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের জন্য স্পট ভিজিটে কেএমকেএস ডকুমেন্টেশন দলের সদস্যবৃন্দ

পারিবারিক বিরোধের মিমাংসার জন্য এলাকার কার্বারী, হেডম্যান ও নারী নেত্রীদের নিয়ে এক সালিশী সভা

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ও ইউপি চেয়ারম্যানদের নিয়ে পারিবারিক বিরোধ বিষয়ে সমাধানের পরামর্শ সভা

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি(পিআইসি)'র সমন্বয় সভা

নারী সহিংসতার তথ্য সংগ্রহের জন্য ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন সংস্থার নেতৃবৃন্দ

পাড়া পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

খাগড়াছড়ি সরকারী মহিলা কলেজে সচেতনতামূলক সভায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ অতিথিবৃন্দ

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রীবৃন্দ

পেরাছড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় অংশগ্রহনকারীবৃন্দ

খাগড়াছড়ি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় প্রধান শিক্ষক শ্রীলা তালুকদারসহ অতিথিবৃন্দ

খাগড়াছড়ি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

ভাইবোনছড়া মিলেনিয়াম উচ্চ বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক সভায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রইছ উদ্দিনসহ অতিথিবৃন্দ

ভাইবোনছড়া মিলেনিয়াম উচ্চ বিদ্যালয়ে সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিতি ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

এফ আর আল আমিন বিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় অতিথিবৃন্দ

এফ আর আল আমিন বিদ্যালয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভায় উপস্থিত ছাত্র/ছাত্রীবৃন্দ

হেডম্যান ও কার্বারীদের নিয়ে 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনারে পাজেপ, চেয়ারম্যান বাবু কংজরী চৌধুরীসহ অতিথিবৃন্দ

হেডম্যান ও কার্বারীদের নিয়ে 'নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও প্রতিকার' শীর্ষক সেমিনার এ অতিথিবৃন্দ ও অংশগ্রহণকারী হেডম্যান-কার্বারীবৃন্দ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

ভাইবোনছড়া ইউনিয়নে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন

কমলছড়ি ইউনিয়নে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উদযাপন

যৌন হয়রানীরোধে হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা রায় বাস্তবায়নে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে সেমিনারে পাজেপ চেয়ারম্যান বাবু কংজরী চৌধুরীসহ অতিথিবৃন্দ

আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষে অসহায় নারীকে আর্থিক সহায়তার চেক প্রদান করছেন বাবু চাইথং মারমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি।

ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভায় আইনজীবি, নারী নেত্রী ও কর্মীবৃন্দ

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যানকে নিয়ে ভিকটিম পরিবারের পরিদর্শন

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানে চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে
পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও
খাগড়াছড়ি জর্জ কোর্ট পাবলিক প্রসিকিউটরসহ অতিথিবৃন্দ

নারীর আত্ম-কর্মসংস্থানে চেক বিতরণী অনুষ্ঠানে
২৯৮নং সংসদীয় আসনের সাংসদ
বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরাসহ আতিথিবৃন্দ

গ্রামীন নারীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ অবদানের
স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান

পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত সালিশী সভা
এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ

সহিংসতা শিকার নারীর তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন
প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সরজমিনে গিয়ে ভিকটিম পরিবারের সাথে কথা
বলছেন নারী নেত্রীবৃন্দ

কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে শপথ করাচ্ছেন নারী নেত্রী ইন্দিরা দেবী চাকমা

সফল কৃষাণীকে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

জেলা পর্যায়ে দুর্বার নেটওয়ার্ক এর নারী নেত্রীদের সমন্বয় সভা

আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্বার নেটওয়ার্ক এর নারী নেত্রীদের সমন্বয় সভা

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে মানববন্ধনে আইনজীবি, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ ও নারী নেত্রীবৃন্দ

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে দীঘিনালা উপজেলার উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মিজ শতরূপা চাকমাসহ অতিথিবৃন্দ

সহযোগী সংগঠন কর্তৃক কর্মসূচি বাস্তবায়নের স্থিরচিত্র

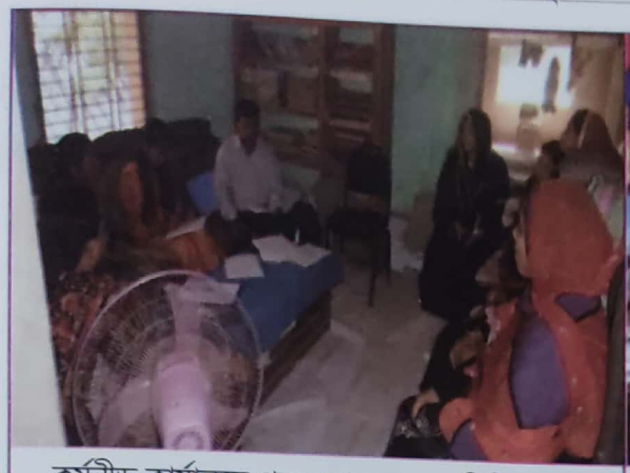

কর্মনীড় কার্যালয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সভা

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক ও মাদক বিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সভায় কর্মনীড়ের নির্বাহী পরিচালক শাহানাজ বেগমসহ অতিথিবৃন্দ

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক ও মাদক বিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সভায় উপস্থিতির একাংশ

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, যৌতুক ও মাদক বিরোধী উদ্বুদ্ধকরণ সভায় উপস্থিতির একাংশ

১৫ অক্টোবর গ্রামীন নারী দিবস উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার একাংশ

নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন খেলাধুলার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

প্রথম আলো
১৬/১০/২০১৭

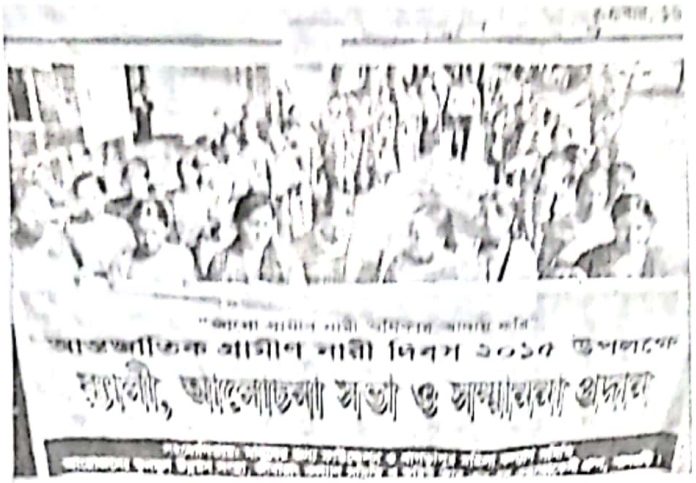

শোভাযাত্রা আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে গতকাল খাগড়াছড়ির পানছড়িতে শোভাযাত্রা বের করে বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা। উপজেলা পরিষদ মাঠ থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। বিভিন্ন সড়ক ঘুরে উপজেলা পরিষদ চত্বরে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়। ছবিটি বঙ্গবন্ধু স্কয়ার থেকে তোলা • প্রথম আলো

অরণ্যবার্তা
২২/১০/২০১৪

পিএনজিজিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কমলছড়ি খ্যাংগ পাড়া ও ভুয়াছড়ি নারী উন্নয়ন কমিটিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। -অরণ্যবার্তা

কেএমকেএস উদ্যোগে গ্রামীণ নারী দিবস পালন

প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত: একজন নারী কার্বারী নিযুক্ত করার আহবান

স্টাফ রিপোর্টার॥ নারী শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামীণ নারীদের প্রকৃত অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। একই সাথে সমতাপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে গ্রামীণ নারীদেরকে আরো বেশি ক্ষমতায়িত করা উচিত। জেলা সদরের কমলছড়ি খ্যাংগ পাড়া ও ভুয়াছড়ি নারী ও নেতৃস্থানীয়দেরকে নিয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন নারী ও পুরুষরা।

বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবস উপলক্ষে খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ১৫ অক্টোবর সকালে খ্যাংগ পাড়া কমিউনিটি সেন্টারে সভায় আলোচক ছিলেন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বিউটি রানী ত্রিপুরা, ২৬৩ নং কমলছড়ি মৌজার হেডম্যান কংজয় চৌধুরী, খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (কেএমকেএস) এর নির্বাহী পরিচালক নারী অধিকার নেত্রী শেফালিকা ত্রিপুরা, খাগড়াছড়ি প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু দাউদ, সাংবাদিক চিংমেপ্রু মারমা, গ্রামীণ নারী আপুই মারমা, সুইক্রা মারমা, সিডিসি'র সদস্য মংসানু মারমা, সুপ্রাক্য মারমা। কাজল ত্রিপুরা সূচনা বক্তব্যে বিশ্ব গ্রামীণ নারী দিবসের উদ্দেশ্য, প্রেক্ষাপট এবং গুরুত্ব তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে পিএনজিজিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কমলছড়ি খ্যাংগ পাড়া ও ভুয়াছড়ি নারী উন্নয়ন কমিটিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

বক্তারা এলাকার নারী ও শিশুদেরকে সব ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া এবং প্রতিটি ইউনিয়নে অন্তত একজন করে নারী কার্বারী নিযুক্ত করার আহবান জানান।

এক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী রাজা ও কার্বারীদেরকে বিশেষ ভূমিকা রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। কমলছড়ির বেশ কয়েকজন নারী; তাদেরকে ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করার অনুরোধ জানালে ওই মৌজার হেডম্যান কংজয় চৌধুরী আবেদন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

দৈনিক সু-প্রভাত বাংলাদেশ
১৩/০৭/২০১৫

খাগড়াছড়িতে সেমিনারে কংজরী চৌধুরী

সরকার নারীদের ক্ষমতায়নে কাজ করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক, খাগড়াছড়ি »

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কংজরী চৌধুরী বলেছেন, নারীর অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় পাহাড়ের প্রথাগত নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে। সরকার তিন পার্বত্য জেলায় নারীর ক্ষমতায়নে জাতীয় সংসদ, আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করেছে। সরকারি-বেসরকারি চাকরিতেও পার্বত্য চট্টগ্রামের নারীদের বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। কিন্তু নানা রাজনৈতিক বাস্তবতায় কখনও কখনও পার্বত্য অঞ্চলের নারীর অধিকার ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটছে। এই অবস্থা থেকে উত্তরণে প্রথাগত নেতৃত্বকে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে হবে।

গতকাল রোববার জেলাশহরের 'খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি (কেএমএকএস)-এর প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব মিলনায়তনে নারী অধিকার ও নিরাপত্তা সুরক্ষায় প্রথাগত নেতৃত্বের ভূমিকা শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কেএমএকএস'র সভাপতি শেফালিকা ত্রিপুরার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বিউটি রানী ত্রিপুরা, জেলা হেডম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক স্বদেশ প্রীতি চাকমা ও জেলা কারবারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রনিক ত্রিপুরা। অ্যাডভোকেট অনুপম চাকমার উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন প্রবীন কারবারি, নীরোদ বরণ চাকমা, হেডম্যান কীর্তিময় চাকমা, হেডম্যান জ্ঞানলাল দেওয়ান ও পূর্ণ ভূষণ ত্রিপুরা।

দেওয়ান নজরুল ইসলাম এন্ড কোং
DEWAN NAZRUL ISLAM & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

KHAGRAPUR MOHILA KALYAN SAMITY(KMKS)

Khagrapur, Khagrachari Sadar, Khagrachari-4400.

STATEMENT OF RECEIPTS AND PAYMENTS

For the period from 1st January, 2016 to 28 February, 2017.

Receipts	31 December, 2016	28 February, 2017
Opening Balance		
Cash in hand Khagrachari	10.00	299.00
Cash at bank Khagrachari	16,240.00	203,113.00
Cash in hand Chokoria	918.00	50.00
Cash at bank Chokoria	138,685.00	1200.00
Fund received from Jummu Net, Japan	1,122,293.00	1,194,791.00
Loan received from Executive Director of KMKS	52,700.00	79,445.00
Bank interest earned	208.00	905.00
Total	**1,330,254.00**	**1,479,803.00**

Payments	31 December, 2016	28 February, 2017
Quarterly meeting cost	39,550.00	35,230.00
Yearly coordination meeting cost	30,000.00	39,392.00
Coordination meeting cost	6,660.00	9,690.00
Training workshop on Protection of VAW	30,260.00	35,000.00
Awareness raising meeting at schools & colleges	15,000.00	19,760.00
Special days observed	16,000.00	24,000.00
VAW case documents collection & D. cost LNGO	46,230.00	90,470.00
VAW case documents collection & D. cost PNGO	52,140.00	42,950.00
Support to victims for rehabilitation	75,000.00	75,000.00
Shelter home support to victims	15,000.00	12,500.00
3 yearly report publication	00	50,000.00
Leaflet printing and publication	3,500.00	5,000.00
Salary of Program officer	221,000.00	273,100.00
Salary of Program Associate	208,000.00	248,800.00
Travel & Daily Allowance LNGO	24,020.00	39,605.00
Travel & Daily Allowance PNGO	8,000.00	9,500.00
Executive Director (partial) LNGO	39,000.00	46,900.00
Executive Director (partial) PNGO	26,000.00	30,600.00
Documentation officer (partial) LNGO	65,000.00	77,500.00
Documentation Assistant (partial) PNGO	65,000.00	77,500.00
Office space rent PNGO	12,000.00	12,000.00
Communication cost for LNGO	16,800.00	20,719.00
Communication cost for PNGO	9,600.00	9,400.00
Office supplies & materials for LNGO	13,976.00	17,952.00
Office supplies & materials for PNGO	9,600.00	9,145.00
Miscellaneous / contingency cost	4,520.00	4,811.00
Total Expenses	**1,057,876.00**	**1,316,524.00**
Last year Audit fees payment	15,016.00	15,000.00
Loan refund to ED	52,700.00	79,445.00
Closing Balance :		
Cash in hand Khagrachari:	299.00	00
Cash at bank Khagrachari:	203,113.00	68,289.00
Cash in hand Chokoria:	50.00	00
Cash at bank Chokoria:	1200.00	545.00
Total	**1,330,254.00**	**1,479,803.00**

Examined and found correct.

DEWAN NAZRUL ISLAM & CO. Dhaka Chartered Accountants

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনি সহায়তার জন্য যোগাযোগ-

☞ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার দায়িত্বান পুলিশ কর্মকর্তাগণের মোবাইল নম্বর

১	পুলিশ সুপার (এসপি), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭১৩৩৭৩৬৭৭
২	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭৩০৩৩৬১৪৮
৩	এএসপি রামগড় সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭৫৫৫৫১১৪৫
৪	এএসপি সদর সার্কেল, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	০১৭৩০৩৩৬১৫০
৫	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানা, খাগড়াছড়ি সদর	০১৭৩০৩৩৬১৫৫
৬	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মাটিরাংগা থানা।	০১৭৫৫৫৫১১৫০
৭	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, দীঘিনালা থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৬
৮	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পানছড়ি থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৮
৯	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মহালছড়ি থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৭
১০	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গুইমারা থানা	০১৭৫৫৫৫১১৫৩
১১	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মানিকছড়ি থানা	০১৭১৬৫২৪০৯৮
১২	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, লক্ষ্মীছড়ি থানা	০১৭৫৫৫৫১১৫২
১৩	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, রামগড় থানা	০১৭৫৫৫৫১১৪৯

☞ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে- মালটি-সেক্টরাল প্রোগ্রাম এর 'ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল" (ওসিসি) খাগড়াছড়ি জেলার কর্মকর্তার মোবাইলন নম্বর-০১৭৩০৭৮১০৩৭, ০১৭৩০৭৩১০২৮ এবং হটলাইন নম্বর-১০৯২১।

☞ খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতির অফিসের টেলিফোন নম্বর- ০৩৭১-৬২৩৫১ ও কর্মকর্তাগণের মোবাইলন নম্বর ০১৫৫৩৩৮৮১১০, ০১৫৫৩৪৯৩৪৭২, ০১৫৫৬৬০৬৮২৮, ০১৫৫৩৫৬২৬৬১।

ইমেইলঃ kmkscht@yahoo.com

প্রকাশনায় : খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি, সহযোগিতায়: এ্যাকশন টু প্রোটেকশন অব ভাইয়োলেন্স এগেইন্স উমেন ইন চিটাগং রিজিয়ন প্রকল্প, ফুকুওকা, জাপান।

খাগড়াপুর মহিলা কল্যাণ সমিতি

(নারীর ক্ষমতায়নে ক্লান্তিহীন পথচলা)

খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

টেলিফোন: ০৩৭১-৬২৩৫১, মোবাইল নং- ০১৫৫৩৩৮৮১১০।

ইমেইল- kmkscht@yahoo.com